শব্দার্থ ও টীকা

24

নীলকণ্ঠ (নাটিকা)

উৎপল দত্ত

চরিত্র

মহারাজ, শিউনন্দন, চিদানন্দ, অলক, ছেলেরা, সুরেন, অবিনাশ, পোর্টফোলিও, সুদর্শন, নিতাই, সমীর, আরও অনেকে

24.1 প্রস্তাবনা

এই পাঠটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করুন। এর বক্তব্য নাটকের আকারে উপস্থিত করা হয়েছে। সাধারণ নাটকের মতো এটির অভিনয়ের জন্য কোনো মঞ্চ লাগে না, রঙিন আলোর দরকার নেই, পোশাক সাজসজ্জা লাগে না। এমনকি এখানে কোনো পর্দা নামারও দরকার নেই। পথের উপরই অভিনয় হতে পারে যে কোনো সময়, জাঁকজমক ছাড়াই। নাটকটির চরিত্ররা একেবারে সাধারণ লোক। দর্শকের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। এ-ধরনের নাটককে বলা হয় পথনাটক।

নাটকের বিষয়েও বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে যারা নাটকের মূল চরিত্র তাঁরা দুজনেই সমাজের নীচুতলার লোক। জীবিকায় তাঁরা সাফাইকর্মী।

মেথর ধাঙড় নামে পরিচিত এই সাফাই কর্মীরা সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের কাছে অস্পৃশ্য। এই সমস্যাটাই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। শিউনন্দন এবং মহারাজ, এই দুই সাফাইকর্মী এসেছে গলির ম্যানহোলের ভেতর থেকে ময়লা তুলতে। অল্পবয়সি মহারাজ ম্যানহোলে নেমেই সেখানকার বিষাক্ত গ্যাসে ছটফট করতে থাকে। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে নানা পেশার লোকের রীতিমতো ভিড়। সবাই নানা কথায় মেতে ওঠে। হকাররা এই ভিড়ে তাদের জিনিস বিক্রি করে যায়। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না ম্যানহোল থেকে মহারাজকে উদ্ধার করতে। তার কাতর চিৎকারে কেউ বিচলিত নয়। এই সব মানুষের নির্বিকার মনোভাব পাঠককে বিচলিত করবে। অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে এত রকম মানুষের সমাবেশ করে নাট্যকার গোটা সমাজের চেহারাটাই যেন তুলে ধরেছেন। নীচুতলার প্রতি তথাকথিত উচ্চশ্রেণির উপেক্ষা ও অবহেলার বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে একটি নীরব প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে নানা ঘটনায়। এখানেই ‘নীলকণ্ঠ’ নাটকের সার্থকতা। রচনার গুণে নাটকটি পাঠককে টেনে নিয়ে যায় ঘটনার পর ঘটনার দিকে।

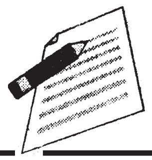

শব্দার্থ ও টীকা

24.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ার পর আপনি পারবেন—

- সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের কথা জানাতে;
- সাফাইকর্মীদের প্রতি অন্যস্তরের মানুষের অবহেলা ও অস্পৃশ্যতার দৃষ্টান্ত দিতে;
- বিপন্ন মানুষের প্রতি কর্তব্যের অবহেলার দৃষ্টান্ত দিতে;
- তথাকথিত উচ্চস্তরের মানুষের ভেতরের কুশ্রী ছবিটি বর্ণনা করতে;
- অস্পৃশ্যতাবিরোধী, শ্রমিকদের প্রতি উপেক্ষার বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে তোলার ভাব জাগিয়ে তুলতে।

24.3 মূল পাঠ

নীলকণ্ঠ

উৎপল দত্ত

24.3.1 (1)

(বিকেল বেলা চারটে নাগাদ মেঘ করে আসায় গলিটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার ঠেকছে। এমন সময়ে শুধু মাত্র নেংটি পরনে, হাতে দড়ি আর বালতি নিয়ে কৃষ্ণকায় শিউনন্দন আর মহারাজ এসে শাবলের চাড় দিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনাটি খুলে ফেলল। মহারাজ বালক মাত্র; তাই কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী সাফ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ওদিকে শিউনন্দন বিড়ি ধরিয়েছে, গুন গুন করে গানও ধরেছে। মহারাজ ম্যানহোলের মুখে দাঁড়িয়ে পূতিগন্ধময় গহ্বরটাকে একবার দেখে নেয়। এদের ভাষা কাব্যময় ব্রজবুলি; সুবিধের জন্য এদের দিয়ে বাংলাই বলানো যাক।)

চাড় = জোর দিয়ে তোলা।
ভূগর্ভ = মাটির নীচে।
পূতিগন্ধ = দুর্গন্ধ।
গহ্বর = গভীর গর্ত।
ব্রজবুলি = একটি মিশ্রভাষা।

শিউনন্দন। নামবি তো, না চেয়েই থাকবি?

মহারাজ। নামছি, তাড়া কী?

শিউনন্দন। কাজ শেষ করে ঘরকে যাই। মন ভালো নেই।

মহারাজ। কী ব্যাপার?

শিউনন্দন। আর বলিস কেন; সকালে মোড়ের বাড়িটায় এক কান্ড হয়ে গেল।

মহারাজ। কী?

শিউনন্দন। জল ঢালতে বললাম, গিন্নির আর আসার সময় হয় না। কল ছুঁয়ে ফেলেছিলাম।

মহারাজ। তারপর?

শিউনন্দন। বাড়ির দুই পালোয়ান ছেলে জুতো নিয়ে মারতে এল, হাওয়া হয়ে গেলাম।

মহারাজ। হাতের ঝাঁটাটা দিয়ে মুখে এক-ঘা কষে দিতে পারলে না?

শব্দার্থ ও টীকা

শিউনন্দন। হ্যাঁ, আর পৈতৃক প্রাণটা যাক আর কি? নাম, নাম।

(মহারাজের নামার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সে কুলপি কিনতে গেল। মহারাজ কুলপি খেতে খেতে ফিরে এল ম্যানহোলের কাছে।)

শিউনন্দন। তুই বেশ আছিস।

মহারাজ। কী?

শিউনন্দন। ছোটোখাটো শরীর, মাটির তলায় কাজ। আমার এই গতর নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। রাজ্যের পায়খানা ঝেঁটিয়ে গালি খাও। নাম না রে বাবা!

মহারাজ। এই নামছি।

(মহারাজের সমবয়সি পাড়ার ছেলেরা ইস্কুল থেকে ফিরল। বইখাতা ঝপাঝপ রোয়াকে নামিয়ে রেখেই তারা গলিটাকে ক্রিকেট-পিচ-এ পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। তাদের দেখে মহারাজ আধখানা কুলপি ফেলে ম্যানহোল দিয়ে নামতে শুরু করল।)

শিউনন্দন। কী হল?

মহারাজ। ওই ছেলেগুলো ভারী পাজি! সেদিন বস্তির মুখে ওদের দুটোকে ধরে আমরা ঠেঙিয়েছিলাম। ঘুড়ি কেড়ে নেবে।

(সে নেমে যায় অন্ধকূপে। শিউনন্দন বালতিতে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেয় ভেতরে। তারপর সে-ও কুলপি কেনে। খাচ্ছিল আয়েস করে। এমন সময় ম্যানহোল থেকে জেগে ওঠে একটা চিৎকার। ছেলেরা খেলা বন্ধ করে। শিউ-এর হাত থেকে কুলপি পড়ে যায়। সে ছুটে যায় ম্যানহোলের মুখে; মাথাটা ঝুঁকিয়ে সে কেশে ফেলে কাঠ-চেরা শব্দ করে— তাই সে পিছিয়ে যায়। নাকে গামছা বেঁধে সে আবার ঝোঁকে।)

আয়েস করে = আরাম করে।
ম্যানহোল = নর্দমার মধ্যে নামার জন্য বড়ো গর্ত।

শিউনন্দন। এই মহারাজ! মহারাজ! কী? গ্যাস?

(নীচ থেকে মহারাজ কী বলে আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু শিউনন্দন শুনতে পেয়ে লাফিয়ে ওঠে।)

এক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাক; তোকে এখুনি তুলে নিচ্ছি।. . .

(মহারাজ আরও কিছু বলছে, ওর অস্ফুট কথা একটা গোঙানির মতন শোনাচ্ছে। গলির বাসিন্দারা এখনও ব্যাপারটা সম্যক বুঝতে পারেননি, তাই তাঁরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন।)

আরে বাবা, এখুনি আসছি, লোক ডাকতে হবে তো, নাকি?

(ছেলেদের বাবারা এগিয়ে এসেছেন সদলবলে ব্যাপারটার রহস্যভেদ করতে।)

অবিনাশ। অমন মটকা মেরে পড়ে আছে কেন?

মটকা মেরে = অনড় হয়ে।

সুদর্শন। থেকে থেকে কাশছে।

অলক। মরে যাবে নাতো?

সুরেন। কী ঝামেলা! পাড়ার মধ্যে ঢুকে এভাবে—

(পোর্টফোলিও হাতে এক ভদ্রলোক পথ বেয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন, এ দৃশ্য দেখে ব্যবসা ভুলে তিনি দেখতে শুরু করলেন।)

পোর্টফোলিও। কখন আটকাল?

নিতাই। এই তো।

সমীর। কিন্তু ব্যাপারটা কী? পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে?

অলক। পা স্লিপ করে—

সুদর্শন। না, না, গ্যাস, কাদায় বালতি মারতেই—

চিদানন্দ। কী গ্যাস?

শিউনন্দন। কয়লাখনিতেও থাকে— কী যেন নাম?

পোর্টফোলিও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকমটা হয়। সালফারের সঙ্গে জল মিশে হাইড্রোক্লোরিন গ্যাসের— মানে এরকমটা হয়।

24.3.2 (2)

(আটের দুইয়ের ডি বাড়ি থেকে বেরুলেন অতিবৃদ্ধ শ্যামসুন্দরবাবু, নাতির হাত ধরে ঠুকঠুক করে এগিয়ে এলেন ম্যানহোলের ধারে,

(অলকের সাহায্যে ম্যানহোলের ধারে পৌঁছে দাদু ঠাওর করেন, কিন্তু হতাশ হন।)

শ্যামসুন্দর। কাদায়, কালো রং-এ মাখামাখি, কিছু বোঝার উপায় নেই।

(কিন্তু নাতির নবীন চোখে মহারাজের দেহ শুধু দৃশ্যমান নয়, একগাদা প্রশ্নও।)

নাতি। দাদু, ও শুয়ে আছে কেন?

শ্যামসুন্দর। কিছু না, আবার উঠে আসবে।

নাতি। ওর গায়ে জামা নেই কেন?

শ্যামসুন্দর। ওরা গরিব, তাই জামা নেই।

নাতি। গরিব কেন?

শ্যামসুন্দর। মেথরের ছেলে তাই গরিব।

নাতি। ও ইস্কুলে যায় না কেন?

শ্যামসুন্দর। গরিব কিনা, তাই যায় না।

নাতি। গরিব কেন?

(প্রশ্নগুলো ক্রমশ বেয়াড়া রকমের হয়ে উঠছে দেখে শ্যামসুন্দর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন।)

শ্যামসুন্দর। ওকে তোলা হচ্ছে না কেন?

অবিনাশ। সঙ্গে আরেকটা মেথর ছিল। সে লোক ডাকতে গেছে।

শ্যামসুন্দর। মরে যাবে যে! আমরাই একটু কষ্ট করে—

নিতাই। ব্যাপারটা বিপজ্জনক। নীচে হাইড্রোক্লোরাইড গ্যাস— মানে ইনি বলবেন—

(বলে তিনি পোর্টফোলিওকে দেখিয়ে দেন।)

পোর্টফোলিও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেসকিউ-এর কাজে নানাধরণের যন্ত্রপাতি— মানে গ্যাসমাস্ক আর অক্সিজেন— অর্থাৎ ইনস্ট্রুমেন্টস লাগে।

শব্দার্থ ও টীকা

24.3.3 (3)

(শিউনন্দন একজন কনস্টেবল জোগাড় করে এনেছে। অতি শীর্ণ কনস্টেবল। বিরাট লাল পাগড়িটা রোগা দেহে অত্যন্ত বেমানান।)

কনস্টেবল। হঠ যাও, হঠ যাও, দেখতে হলে লাইন লাগাও। এসব ধাক্কাধাক্কি চলবে না।

শিউ। এই গর্তে—

(কনস্টেবল অন্ধকারে দৃষ্টি চালিত করে।)

কনস্টেবল। এই ছোকরা, উঠে আয় না! ওখানে পড়ে থেকে কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছিস?

শিউ। তোমার যেমন কথা পুলিসসাহেব! উঠতে পারলে ও শখ করে ওখানে পড়ে আছে? আপনি মদত না দিলে কী করে তুলব হুজুর?

কনস্টেবল। আমি কী করে মদত দেব? আমি কি হরিজন উদ্ধার সমিতি খুলেছি, না আমার বাপের দড়ির কারখানা আছে? অ্যাঁঃ, কী বোঁটকা গন্ধ।

হরিজন = অস্পৃশ্যদের গান্ধিজি বলেছেন হরিজন।

শিউ। বাবুসাহেবরা, আপনারা একটু সাথ দিলে আমিই ওকে তুলে আনতে পারি, ওইটুকু তো শরীর।

এক যুবক। এই ন্যাড়া, চল, চল, রিলে-র সময় হয়ে গেল।

শিউ। বাবুজি একটু মদত দিন, হালকা বাচ্চা, বাবুজি—

মদত = সাহায্য।

অবিনাশ। হ্যাঁ ওখানে সেঁধিয়ে পৈতৃক প্রাণটা ওখানেই রেখে আসি—

সেঁধিয়ে = ভেতরে ঢুকে।

শিউ। পায়ে ধরছি, বাবুজি।

অবিনাশ। এই ছুঁবিনে বলছি। মেথর!

24.3.4 (4)

(ভেতর থেকে আবার তীক্ষ্ণ চিৎকার ফেটে পড়ে, শিউনন্দন অধীর হয়ে ওঠে।)

শিউ। কাছে টেলিফোন কোথায় আছে হুজুর—

(সকলে সমস্বরে বোঝাতে প্রয়াস পান, ফলে কিছুই বোঝা যায় না।)

সমস্বরে = একসাথে বলা।

পোর্টফোলিও। (ধমকে) আস্তে!— এগিয়ে বাঁ-হাতে গেটওয়ালা বাড়ি।

(শিউনন্দন ছুটে চলে গেল। যাঁরা গর্তের মধ্যে দৃষ্টিপাত করছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়ল।)

— নড়ছে! নড়ছে! নড়ছে! নড়ছে! নড়ছে!

(মহিলারা বারান্দা থেকে ম্যানহোলের অভ্যন্তর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁরা এবার দলে দলে পথে বেরিয়েছেন, ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল, তাঁরা এসে দেখে যাচ্ছেন।)

— ওই দ্যাখ নীরা, তালগোল পাকিয়ে গেছে—

— পাড়ার মধ্যে এসব!

— ওখানে পড়ে থাকলে কী হবে?

— এ মা, কী গন্ধ!

অবিনাশ। আমার মনে হয় ও-বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনে রাখা ভালো।

— রুমালে নাকটা ঢেকে নে, রমা!

— মা গো, মরার আর জায়গা পায় না এরা?

24.3.5 (5)

(অলক ডাক্তারবাবুকে পথ দেখিয়ে আনে।)

চিদানন্দ। এই যে, এসে গেছেন, দেখুন তো দিকি।

(ডাক্তার ঝুঁকে এক ঝলক দেখে নিলেন।)

ডাক্তার। দেখলাম।

পোর্টফোলিও। ও কী? চলে যাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান। এক্ষুণি তোলা হবে। ফার্স্টএড দিতে হবে।

ডাক্তার। এ কেসে ফার্স্ট-সেকেন্ড কিস্যু নেই। প্রচুর টাকা লাগবে। আপনারা দেবেন?

পোর্টফোলিও। আ-হা-হা-হা, আপনারা এত ক্যালাস হলে চলে কী করে? আর্তদের সেবা করার একটা শপথ নিতে হয় না ডাক্তারদের? হিপোক্র্যাটিক ওথ?

ডাক্তার। সেবা করতে তো রাজি আছি। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস বাড়াতে হবে, যাতে গ্যাসটা বেরিয়ে যেতে পারে। অক্সিজেন মিক্সচার ইনহেল করাতে হবে। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি দয়া করে টাকা কটা ফেলে দিলেই তো হয়।

(সকলে ভিড়ে অস্বস্তিতে ঘামতে থাকেন)

কী হল? দয়া মায়া আর্তসেবা শেখাচ্ছিলেন না? আপনি দেবেন? আপনি? কই, কোনো উচ্চবাচ্য নেই যে বড়ো? আমার ফি'টা তো না হয় ছেড়েই দিলাম।

শিউ। আর বাচ্চাটার যে জান নিয়ে টানাটানি হুজুর।

ডাক্তার। কেন হয় অমন অ্যাকসিডেন্ট? অমন দামি দুর্ঘটনা ধাঙড়-মেথরের হওয়া উচিত নয়।

(শিউনন্দন বিশ্বময় সকল হুজুরের পাদস্পর্শে বিশেষ তৎপর। সে চকিতে ডাক্তারবাবুর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

শব্দার্থ ও টীকা

ফার্স্ট এড = প্রাথমিক চিকিৎসা।
ক্যালাস (Callous) = নিষ্ঠুর উদাসীনতা।
হিপোক্র্যাটিক ওথ (hypocratic oath) = শপথ করা ভণ্ডামি।
ইনহেল = নাকে টানা।
পাদস্পর্শ = পা ছোঁয়া।

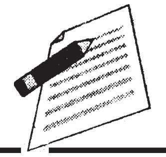

শিউ। হুজুর, দয়া করুন হুজুর—

ডাক্তার। একি? ব্ল্যাকমেল নাকি? ছাড়, পা ছাড়।

(বলে ডাক্তার হন হন করে খানিক এগিয়ে গেলেন, সেখান থেকে বললেন)

তার চেয়ে ওলাইচণ্ডীর পুজো দে, সস্তায় হবে।

(ডাক্তার চলে গেলেন)

শব্দার্থ ও টীকা

ব্ল্যাকমেল (blackmail) = গোপন তথ্য ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়।

ওলাইচণ্ডী = এক দেবী।

24.3.6 (6)

এমনি সময়ে আবির্ভূত হলেন একদল প্রেস রিপোর্টার, তৎসহ কয়েকজন ফটোগ্রাফার। 'কই কই' শব্দে তাঁরা দৌড়োতে দৌড়োতে ম্যানহোলের কাছে পৌঁছোলেন। এবং পরমুহূর্তে খটাখট শব্দে ফ্ল্যাশ বালব্ জ্বলতে শুরু করে। লিকলিকে একজন রিপোর্টার প্রথম প্রশ্নবান জ্যা-মুক্ত করতে শুরু করেন।

আবির্ভূত হলেন = এলেন।

রিপোর্টার = সংবাদদাতা।

জ্যামুক্ত = তির ছোঁড়া।

লিকলিকে। পড়ল ঠিক কখন?

শিউ। এই চারটে হবে।

জবাবগুলো খর খর শব্দে চোদ্দোখানা নোটবই-এ একযোগে লেখা হতে থাকে।)

লিকলিকে। কেমন করে পড়ল?

শিউ। হুজুর, গ্যাস খেয়ে।

লিকলিকে। নীচে নেমে গ্যাস খেয়ে পড়ল, না গ্যাস খেয়ে নীচে পড়ে গেল?

শিউ। জী, হ্যাঁ।

লিকলিকে। ঠিক করে বলো।

শিউ। হুজুর . . . গ্যাস খেল আর পড়ল।

লিকলিকে। পড়ার সময়ে কী বলল?

শিউ। জী?

লিকলিকে। কী বলল?

শিউ। হুজুর, বলবে কী?

লিকলিকে। মানে একটা কিছু বলল তো। ধরো, গ্যাস খেয়েছি, বা—

শিউ। হাঁ, মানে, না তা বলেনি।

লিকলিকে। তবে কী বলল?

শিউ। জানি না হুজুর।

লিকলিকে। দুর কিস্যু মনে রাখতে পারে না।

আরেকজন। বলল না— বাঁচাও, আমায় বাঁচাও?

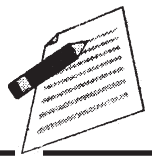

শিউ। না, হুজুর—

লিকলিকে। (ধমকে) ভালো করে ভাব।

শিউ। হ্যাঁ, হুজুর।

লিকলিকে। গুড! (লিখতে লিখতে) বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।

(একজন অত্যন্ত রাশভারি সাংবাদিক, ফটোগ্রাফারসহ ভিড় ঠেলে এসে পড়েন। তাঁকে দেখে অন্যান্য রিপোর্টাররা সংকুচিত হয়ে পড়েন)

লিকলিকে। দাদা স্বয়ং!

রাশভারি। ঘাবড়াও মাৎ, বেশি কিছু লিখব না। এই যে 'ওরিয়েন্ট', রিপোর্টার কই?

ওরিয়েন্টের ফটোগ্রাফার। আজ্ঞে আমাদের কাগজকে তো চেনেন। ছবি ছাড়া আর কিছুই ছাপবে না।

রাশভারি। আর 'কালান্তর'? দেখছিলাম তোমাদের কাণ্ডকারখানা। একটা স্টোরির প্রাণ হচ্ছে একটা হিউম্যান অ্যাঙ্গল, যার থাকবে সর্বজনীন আবেদন, যা পড়ে লোকের চোখের পাতাটা একটু ভিজে উঠবে।

লিকলিকে। কী আপনি বলছেন দাদা, বুঝতে পারছি না। আমি যে অ্যাঙ্গল নিয়েছি, মানে গ্যাস খেয়ে ছেলেটা বললে— বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।

রাশভারি। আরে ছোঃ!

(দাদার গলা নেমে এসেছে; সাংবাদিকরা ভিড় করে শুনছেন।)

আমার কাছে একখানা ছবি ছিল হে। চিনাকুড়ি খনি-দুর্ঘটনার। ছেলে মরে গেছে খবর পেয়ে নির্বাক শোকাহতা মায়ের ছবি। সেইটে সুপারইম্পোজ করব এই ম্যানহোলের ভিড়ের ছবির উপর। নিচে ছোট্ট একটি লাইন— মণিহারা! ওই নির্বাক মাতাই হবে আমার গল্পের নায়িকা।

(এই বলে দাদা তাঁর ফটোগ্রাফারকে নানা নির্দেশ দিতে থাকলেন। শিউনন্দনের হাতখানাকে কপালে চেপে ধরতে বলে ছবির বাস্তবটাকে আরও নিশ্চিত করে তুললেন। অন্যান্য সাংবাদিকরা সপ্রশংস ও স-ঈর্ষা দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকলেন।

দাদা হাঁকলেন— ক্যামেরা!

(ফ্ল্যাশ বাল্‌ব বিদ্যুৎ হানল। এমনি সময়ে ম্যানহোল থেকে একটা কাতরোক্তি উত্থিত হতে সবাই থেমে গেলেন এবং ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন ছড়াতে লাগল—।)

— গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে—

(দমকলের ঘন্টাও শোনা গেল। সেই সঙ্গে দমকলের কর্মীরা যখন কর্দমাক্ত বীভৎস শীর্ণ ছোটো দেহখানা তুলে আনল, তখন মহারাজ মরে গেছে। চোখদুটো খোলা, সাদা আর মুখখানা হাঁ করা। নিঃশ্বাস নিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল মহারাজ, কারণ মানুষ মরতে চায় না।)

শব্দার্থ ও টীকা

রাশভারি = গম্ভীর।

হিউম্যান অ্যাঙ্গল (Human angle) = মানবিক দৃষ্টি।

সুপারইম্পোজ (Super impose) = একটা ছবির উপর আর একটা ছবি চাপিয়ে দেওয়া।

মণিহারা = মণি বা শ্রেষ্ঠধন পুত্র হারিয়েছে।

গোঙাচ্ছে = গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে, কাতরাচ্ছে।

কর্দমাক্ত = কাদা মাখা।

শব্দার্থ ও টীকা

24.4 বিষয়ের রূপরেখা

এই পাঠটির বিশেষ দিক:

নাট্যকার হতদরিদ্র এক সাফাইকর্মীর নাম রেখেছেন মহারাজ, আর অন্যজনের নাম রেখেছেন শিউনন্দন মানে শিবের পুত্র। নিতান্তই ব্যবসায়ী একজনকে বলেছেন পোর্টফোলিও। ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্রই তার পোর্টফোলিও ব্যাগে থাকে। এভাবে নামকরণ করে নাট্যকার চরিত্রগুলোর নাম আর পরিচয়ের তফাত চমৎকার করে দেখিয়েছেন।

24.4.1 বিকেল বেলা . . . মানে ওরকমটা হয়।

বক্তব্যসার:

সাফাইকর্মী শিউনন্দন আর মহারাজ এসেছে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে নীচে নেমে ময়লা তুলতে। এটা যে বেশ বিপজ্জনক সেটা জেনেও তাকে আসতে হয়েছে, কারণ এটাই তার জীবিকা। শিউনন্দন সকালে কল ছুঁয়ে দেবার অপরাধে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। এসব সয়েও এই কাজ তাদের করে যেতে হয় পেটের তাগিদে। মহারাজ ভেতরে নেমে গিয়েই কাদা আর বিষাক্ত গ্যাসের শিকার হয়। আর এখান থেকে ঘটনার সূত্রপাত। অবিনাশ, সুদর্শন, চিদানন্দ, আরও অনেকে এসে জুটে যায়। ম্যানহোলের ভেতরটায় মহারাজের অবস্থা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ প্রকাশ করে। শিউনন্দন ওকে তুলে আনার আশ্বাস দিলেও সে কারো কোনো সাহায্য পাচ্ছে না।

মন্তব্য:

এটি নাটকের সূচনা অংশ। সমাজের নানা অংশের লোক এবং তাদের আচরণ সম্বন্ধে নানা কথা জানা যাচ্ছে। পরিবেশ পরিষ্কার রাখার গুরুদায়িত্ব পালন করে বলে সাফাইকর্মীরা প্রশংসার যোগ্য। এই অংশে তাঁদের যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি তাদের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব যাঁদের, সেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মনোভাবও তাঁদের আলোচনায় প্রকাশ পাচ্ছে। নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরবর্তী ঘটনা জানার জন্য কৌতূহল জাগানো। এরপর মহারাজের কী হল তা জানার জন্য পরের অংশে যেতে ইচ্ছে করবে।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.1

1. **যেটি ঠিক সেটিতে (✓) দিন—**

   1.1 সাফাই কর্মীদের কাজ (বেশ সোজা/ খুব মজার/ অত্যন্ত বিপজ্জনক/ কেবল ঝাঁট দেওয়া)

   1.2 ঘটনাটি বলা হয়েছে (গল্পের মতো করে/ ভ্রমণ কাহিনির আকারে/ কবিতার ছন্দে/ নাটকের আকারে)

   1.3 ম্যানহোলের ভেতর থেকে মহারাজের চিৎকার শুনে বোঝা যায় (সে খুশি হয়েছে/ বিপদে পড়েছে/ খেলায় মেতেছে/ সাপ দেখেছে)

   1.4 উপস্থিত অনেকে (ওকে উদ্ধারের উদ্যোগ নিল/ পড়ার কারণ নিয়ে মশগুল হল/ মহারাজের

বিপদ বুঝে বিচলিত হল/ এই ঘটনায় বিরক্ত হল)

2. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান—

2.1 নাটকটি লিখেছেন ....

2.2 ঘটনাটি যখন ঘটেছে তখন সময় ....

2.3 কল ছুঁয়ে দেওয়ার অপরাধে শিউনন্দনকে ....

2.4 ম্যানহোল থেকে চিৎকার শুনে ছুটে গেল ....

3. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন—

3.1 'মোড়ের বাড়িটায় এক কাণ্ড হয়ে গেল।'— কাণ্ডটি শুনে মহারাজ রেগে গিয়েছিল কেন?

3.2 এমন সময়ে ম্যানহোলের ভেতর থেকে চিৎকার শুনে শিউনন্দনের হাত থেকে কুলপি পড়ে গেল কেন?

3.3 'মহারাজ'— বালকটির এই নামের সঙ্গে তার আসল পরিচয়ের পার্থক্য কী?

24.4.2 আটের দুই এর ডি বাড়ি . . . খনির অফিসার।

বক্তব্যসার :

ম্যানহোলের ভিতরের দৃশ্য দেখার কৌতূহলে কিছুক্ষণের মধ্যে রীতিমতো ভিড় জমে যায়। মহারাজের বিপদ নিয়ে কাউকে বিচলিত হতে দেখা যায় না। শ্যামসুন্দরবাবু কাদায় মাখা মহারাজকে তুলে আনার অনুরোধ জানাতেই নিতাই প্রবল আপত্তি জানায়। কারণ ব্যাপারটা এতই বিপদের যে এক পাও এগোনো অনুচিত। এসব বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে একজনের মরণ-বাঁচন সমস্যা অন্যদের কাছে যেন নিতান্তই কৌতূহলের বিষয়, তার বেশি কিছু নয়।

মন্তব্য :

কিন্তু সবচেয়ে বড়ো প্রশ্নটি করে বসে বালকটি, শ্যামসুন্দর বাবুর নাতি। 'ওরা স্কুলে যেতে পারে না কেন?' দাদুর উত্তর, 'মেথর বলে, গরিব বলে'। কিন্তু 'গরিব কেন' এই প্রশ্নের মূলে যে সামাজিক বিভেদ, অবহেলা, বঞ্চনা, তার কোনো সদুত্তর কিন্তু কেউ দিতে পারে না। বস্তুত অস্পৃশ্যতা ও দারিদ্র্য যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত! নাট্যকার খুব প্রাসঙ্গিকভাবে এই প্রশ্নটি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.2

1. কোনটা ঠিক, (✓) দাগ দিয়ে দেখান—

1.1 ম্যানহোলের কাছে ভিড় জমে গিয়েছিল—

(ক) মহারাজকে উদ্ধারের জন্য

(খ) কী হয়েছে দেখার জন্য

(গ) কেন ভিড় সেটা বোঝার জন্য

(ঘ) বাস ধরার জন্য

1.2 শ্যামসুন্দর বাবুর মতে মহারাজের গরিব হবার কারণ—

(ক) সে কোনো রোজগার করে না

(খ) সে কোনো সঞ্চয় করে না

(গ) সে মেথরের ছেলে

(ঘ) তাদের পরিবারে অনেক লোক

1.3 শ্যামসুন্দর ছেলেটাকে তুলে আনার প্রস্তাবে—

(ক) সবাই রাজি হল

(খ) দু-একজন এগিয়ে এল

(গ) কেউ রাজি হল না

(ঘ) সবাই একটু অপেক্ষা করার কথা বলল।

শব্দার্থ ও টীকা

2. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

2.1 'আষাঢ়ে মেঘের মতন'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

2.2 দাদু তাঁর নাতির প্রশ্নগুলোকে বেয়াড়া রকমের মনে করেছিলেন কেন?

24.4.3 শিউনন্দন একজন কনস্টেবল . . . নফর কুণ্ডু হবার শখ নেই।

বক্তব্যসার :

কনস্টেবল মনে করে তার কড়া আদেশ শুনেই মহারাজ উঠে আসবে, যেন সে ওখানে শখ করে পড়ে আছে। তার হুকুমে সবাই মিলে ওকে উঠিয়ে আনবে— এটাই তার বিশ্বাস। শিউনন্দন একাজে তাকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানালেও সে রাজি হয় না। পুলিশ প্রশাসনেরও মহারাজদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাবার কথা জানা গেল।

মন্তব্য :

এই অংশে তিনজনের সংলাপে মেথরের প্রতি আসল মনোভাব ফুটে ওঠে। হরিজন প্রসঙ্গে কনস্টেবলের বিরূপ মনোভাব বোঝা গেল। অবিনাশ সরাসরি তাকে না ছোঁবার জন্য বলল। এমনকি ওই পোর্টফোলিও (ব্যবসায়ী) জানিয়ে দেয় সে ভদ্রলোকের ছেলে, যা 'ছোটোলোকের কাজ' তা সে করবে না। নাট্যকার এভাবেই সকলের অমানবিক চরিত্র প্রকাশ করে দিয়েছেন। অন্যেরা যখন নানা ছুতোয় দায়িত্ব এড়াতে চাইছে, শ্যামসুন্দর বাবু মহারাজকে উদ্ধারের প্রস্তাব করে তবু মানবিকতা দেখিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.3

1. **নীচের কথাগুলোতে বক্তার কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? বন্ধনীতে ঠিক উত্তরের সংখ্যাটি লিখুন:**

ক)	এ্যাঃ কী বোঁটকা গন্ধ— কনস্টেবল ( )	১) অনুরোধ
খ)	বাবুজি একটু মদত দিন— শিউনন্দন ( )	২) অনিচ্ছা
গ)	ওখানে সেঁধিয়ে প্রাণটা ওখানেই রেখে আসি অবিনাশ ( )	৩) সাহায্য প্রার্থনা
ঘ)	তা দেখান না আপনার উদারতা— চিদানন্দ ( )	৪) নিজের আভিজাত্যের বালাই
ঙ)	ভদ্রলোকের ছেলে, নফর কুণ্ডু হবার শখ নেই— পোর্টফোলিও ( )	৫) সাফাই কর্মীর প্রতি অবজ্ঞা

2. **নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌টি ঠিক? টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান—**

ক.১) মহারাজকে তুলে আনা কনস্টেবলেরও একটা দায়িত্ব।
ক.২) ভিড় সামলানো ছাড়া এ ব্যাপারে কনস্টেবলের আর কোনো দায়িত্বই নেই।

খ.১) বাবুরা একটু মদত দিলেই ছেলেটাকে তুলে আনা যায়।
খ.২) বাবুরা মদত দিলেও ওকে তুলে আনা অসম্ভব।

গ.১) মেথরে ছুঁলেই অবিনাশের জাত যাবে।
গ.২) কারো ছোঁয়াছুঁয়িতে জাত যাবার কথাটা কুসংস্কার মাত্র।

ঘ.১) মেথরের ছোঁয়া অবাঞ্ছিত— এই ধারণা পুরোনো বলে বিশ্বাস করে পোর্টফোলিও।
ঘ.২) পোর্টফোলিও নিজেই এই কুসংস্কারকে বিশ্বাস করে।

24.4.4 অলক। আমি নামব . . . মরার আর জায়গা পায় না এরা।

বক্তব্যসার:

ম্যানহোলের ভেতর থেকে চিৎকার শুনেই শিউনন্দন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে টেলিফোনে কর্তৃপক্ষকে সব জানাবার জন্য ছুটে যায়। এবার দেখা গেল মেয়েরা এসেছে। তাদের কেউ দেখল গর্তে তালগোল পাকানো শরীর, কেউ বিশ্রী গন্ধে অসুস্থ হবার আশঙ্কা করল।

মন্তব্য:

সবাই জানে নারী মমতাময়ী। এক্ষেত্রে দেখা গেল এই নারীদের যেন স্নেহ মমতা কিছুই নেই। বরং আচরণে ফুটে উঠল বিরক্তি। এমনকি গলির এই দুর্ঘটনাকে উৎপাত ভাবল কেউ। সবাই চায় পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকুক। কিন্তু এর জন্য যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে তাদের প্রতি এদের চূড়ান্ত অবজ্ঞা। এই অংশে সংলাপে ও চরিত্রদের আচরণে সে-কথাই জানা গেল। বলা বাহুল্য, এই মনোভাব যে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয় সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 24.4

1. যেটি ঠিক সেটিতে (✓) দাগ দিন—

1.1 মহিলারা এসেছেন (উদ্ধার কাজে সাহস যোগাতে/ নিতান্ত কৌতূহল মেটাতে)।

1.2 তাঁরা ম্যানহোলের মধ্যে (জীবিত একটি ছেলেকে দেখলেন/ দেখতে পেলেন তালগোল পাকানো একটি দেহ)।

1.3 ম্যানহোলের দুর্গন্ধকে তাঁরা (গ্রাহ্য করলেন না/ দুর্গন্ধে তাঁরা বিরক্ত হলেন)।

1.4 তাঁদের গলিতে এই মৃত্যুর ঘটনায় তাঁরা (কান্নায় ভেঙে পড়লেন/ তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন)।

2. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

2.1 ‘একটা গুঞ্জন রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়ল’— এই গুঞ্জন ওঠার কারণ কী?

2.2 মহিলাদের আচরণে তাঁদের কী মনোভাব প্রকাশ পেল?

24.4.5 অলক ডাক্তারবাবুকে পথ. . . ছা পোষা, অতটাকা পাবো কোত্থেকে?

বক্তব্যসার:

ডাক্তার এলেন। তিনি দুর্ঘটনাগ্রস্তকে তুলে আনার কথা কিছুই বললেন না। বলে গেলেন মুমূর্ষুর চিকিৎসার জটিলতার কথা আর খরচের কথা। সবাই ডাক্তারকে আর্তের সেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ফি না নিতে রাজি হলেন। কিন্তু ওষুধপত্রের খরচ সবাই মিলে দেবার প্রস্তাব দিতেই সবাই পিছিয়ে এল।

মন্তব্য:

ডাক্তারের উক্তি বড়োই বেদনাদায়ক। তিনি বললেন শিউনন্দনের উচিত মহারাজের ডাক্তারি চিকিৎসার বদলে ওলাইচণ্ডীর পুজো দেওয়া। উক্তি দুটোতে স্পষ্টত নীচুতলার মানুষের প্রতি বিদ্রুপ করা হয়েছে। মেথরদের কাজই তো ঝুঁকির কাজ। পদে পদে তাদের বিপদ আর অসুখ। চিকিৎসার পয়সা নেই বলেই তো বিনা চিকিৎসায় তারা মরে। ডাক্তারের কোনো সাহায্যই কি তারা পায়? ডাক্তার জানেন ওলাইচণ্ডীর পুজোতে রোগ সারে না। তবু এই কুসংস্কারের পথে যেতে তিনি বললেন কেন? সাফাইকর্মীর দারিদ্র্যের প্রতি এ যে পরিহাস মাত্র। এই ধরণের সংলাপে যে বক্রোক্তি তাতে নাটক বাস্তবসম্মত হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.5

1. নীচের কোন্ বাক্য নাটকের ঘটনা অনুযায়ী ঠিক? (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান—

1.1 ডাক্তার ম্যানহোল দেখে নিয়ে বুঝেছেন মহারাজ বেঁচে আছে।

1.2 ডাক্তার বুঝতেই পারেননি মহারাজ জীবিত কি মৃত।

1.3 ডাক্তার ওষুধপত্রও বিনামূল্যে দেবেন বলেছিলেন।

1.4 ডাক্তার তাঁর ফি নেবেন না বলেছিলেন।

1.5 উপস্থিত সবাই আর্তের সেবায় সবকিছু করতে প্রস্তুত।

1.6 দরকারি ওষুধপত্রের দাম দিতে রাজি হল পোর্টফোলিও।

2. কারণগুলি বেছে নিন—

2.1 ম্যানহোলে পড়ে যাওয়াকে দামি দুর্ঘটনা বলা হয়েছে কারণ—

(ক) এই দুর্ঘটনাগ্রস্তের চিকিৎসার ব্যয় অনেক।

(খ) ম্যানহোলটা খুব দামি।

2.2 ওলাইচণ্ডীর পুজো দিতে বলা হয়েছে কারণ—

(ক) তাতে মহারাজ তাড়াতাড়ি সারবে।

(খ) তাতে খরচ কম।

2.3 শিউনন্দন ডাক্তারবাবুর পায়ে পড়ল কারণ—

(ক) সে মহারাজকে বাঁচাতে চায়।

(খ) ডাক্তারের কাছে কিছু পয়সা চায়।

3. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

3.1 ডাক্তারি জীবন শুরু করার সময় ডাক্তারদের রোগীর সেবার একটা শপথ নিতে হয়। পোর্টফোলিও এই ডাক্তারবাবুর শপথকে অসত্য বলে বিদ্রূপ করলেন কেন?

24.4.6 এমনি সময়ে . . . মানুষ মরতে চায় না।

বক্তব্যসার:

অবশেষে সংবাদপত্রের রিপোর্টাররাও এসে গেল। ম্যানহোলে পড়ে-যাওয়া নিয়ে শিউনন্দনকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। শিউনন্দনের দিশেহারা অবস্থা। তাদের রিপোর্টকে আকর্ষণীয় করে লেখার জন্য নিজের সুবিধামতো কথা শিউনন্দনের মুখে বসিয়ে দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত দমকল কর্মীরা এসে মহারাজের দেহ তুলে আনলে দেখা গেল সে কর্দমাক্ত, মৃত। আমরা বুঝতে পারলাম কিছু সাংবাদিক আছে যারা রিপোর্টকে আকর্ষণীয় করবার জন্য মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে পারে।

মন্তব্য:

উপস্থিত যুবকেরা উদ্যোগী হলে হয়তো-বা মহারাজকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা যেত। তাদের স্বার্থপরতা এবং অস্পৃশ্যতার জন্যই মহারাজকে মরতে হল। মহারাজ কিন্তু সবার স্বার্থরক্ষার জন্যই ম্যানহোলের ময়লা তুলতে গিয়েছিল। নাটকে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, গরিবের প্রতি তাচ্ছিল্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতেই নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.6

1. কোন্‌টি ঠিক দেখান—

1.1 মহারাজ ম্যানহোলে
- ক) পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল
- খ) গ্যাস খেয়ে পড়ে গিয়েছিল
- গ) নিজেই নেমেছিল
- ঘ) আচমকা পড়ে গিয়েছিল

1.2 পড়ার সময় মহারাজ
- ক) চিৎকার করেছিল
- খ) কিছুই বলেনি
- গ) 'বাঁচাও বাঁচাও' বলেছিল
- ঘ) 'বাবা গো!' বলেছিল

2. ঠিক অংশটিতে (✓) দিন—

2.1 মৃত শ্রমিক মহারাজের মুখখানা ছিল হাঁ-করা।
নাট্যকারের মতে এতে বোঝা যায়—

2.1.1 মহারাজের মুখ সর্বদা হাঁ-করা অবস্থায় থাকে।

2.1.2 মহারাজ কিছু খেতে চেয়েছিল।

2.1.3 মহারাজ বাঁচতে চেষ্টা করেছিল।

2.1.4 মহারাজ শিউনন্দনকে ডাকছিল।

3. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

3.1 সাংবাদিকদের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল?

3.2 রাশভারী সাংবাদিকটি কী করতে চেয়েছিল?

3.3 মহারাজের মুখ ছিল হাঁ-করা— এর কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?

24.5 আপনি যা শিখলেন

1. ঘটনাকে নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করলে আবেদন বেশি কার্যকর হয়;
2. সমাজে নানা অংশের মানুষের নানারকম জীবিকার বিষয়;
3. অস্পৃশ্য ভেবে নীচু তলার মানুষের প্রতি ওপর তলার মানুষের ঘৃণা ও অবজ্ঞার মনোভাব অনুচিত;
4. সমাজে কারা জীবন বাজি রেখে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করে আর কারা তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে তাদের চিনে রাখা দরকার;
5. সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়োজিত থেকেও মেথর-ধাঙড়দের প্রতি অবহেলার কারণে তাদের করুণ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

24.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. একটি বাক্যে উত্তর লিখুন—
   - 1.1 শিউনন্দন ও মহারাজের জীবিকা কী?
   - 1.2 অন্ধকূপ কাকে বলা হয়েছে?
   - 1.3 ম্যানহোলে মহারাজের কী অবস্থা হয়েছিল?
   - 1.4 'নীলকণ্ঠ' ছাড়া নাটকটির আর কী কী নাম দেওয়া যেতে পারে?

2. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - 2.1 কীভাবে বোঝা যাচ্ছে যে নাটকের ঘটনাটি এক শহরেই ঘটেছিল?
   - 2.2 মহারাজের সম্বন্ধে নাট্যকার কী কী বলেছেন?
   - 2.3 ডাক্তারের কোন্ কথায় কেউ উচ্চবাচ্য করছিল না?
   - 2.4 প্রত্যেকের পরিচয় সংক্ষেপে লিখুন—
     - ক) পোর্টফোলিও
     - খ) শ্যামসুন্দর

3. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - 3.1 নাটকটির নাম 'নীলকণ্ঠ'। এই নাম নাট্যকার দিয়েছেন কেন বুঝিয়ে দিন।
   - 3.2 নাটকে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ লিখুন।
   - 3.3 উপস্থিত দর্শকদের নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বুঝিয়ে দিন।
   - 3.4 বিপদগ্রস্ত মহারাজকে কীভাবে বাঁচানো যেত বলে আপনার মনে হয়? বুঝিয়ে দিন।

24.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

24.1

1. 1.1 অত্যন্ত বিপজ্জনক
1.2 নাটকের আকারে
1.3 বিপদে পড়েছে
1.4 পড়ার কারণ নিয়ে মশগুল হল

2. 2.1 উৎপল দত্ত
2.2 বিকেল প্রায় ৪টা
2.3 দুই পালোয়ান ছেলে জুতো নিয়ে মারতে এসেছিল

2.4 শিউনন্দন

3. 3.1 শিউনন্দন কল ছুঁয়ে দেওয়ায় সে বাড়ির দুটো ছেলে তাকে জুতো দিয়ে মারতে এসেছিল বলে মহারাজ রেগে গিয়েছিল।

3.2 কারণ শিউনন্দন বুঝেছিল মহারাজ ঘোর বিপদে পড়েছে।

3.3 'মহারাজ' বলতে কোনো রাজ্যের অধীশ্বরকে বোঝায় আর এ মহারাজ দরিদ্র ধাঙড় এক বালক।

24.2

1. 1.1 (খ)

1.2 (গ)

1.3 (গ)

24.3

1. ক) ৫

খ) ৩

গ) ২

ঘ) ১

ঙ) ৪

24.4

1. 1.1 নিতান্ত কৌতূহল মেটাতে

1.2 দেখতে পেলেন তালগোল পাকানো একটি দেহ

1.3 দুর্গন্ধে তাঁরা বিরক্ত হলেন

1.4 তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন

24.5

1. 1.1

1.4

2. 2.1 ক

2.2 খ

2.3 ক

24.6

1. 1.1 গ)

1.2 খ)

2. 2.1 2.1.3

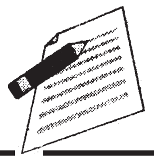

শব্দার্থ ও টীকা

কবি পরিচিতি

নাট্যকার উৎপল দত্তের জন্ম অধুনা বাংলাদেশে ১৯২৯ সালে। কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় থেকে তাঁর নাটকের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখা যায়। শেকসপীয়রের নাটক অভিনয় দিয়ে শুরু হয় তাঁর নাট্যচর্চা। উৎপল দত্ত প্রথমে 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার গ্রুপ' নামে নাট্যদল গঠন করেন। পরে তৈরি করেন 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার' (পি এল টি)। দীর্ঘ ৬৪ বছর ধরে তিনি অসংখ্য নাটক লেখেন, পরিচালনা করেন, তাতে অভিনয় করেন। ক্রমে তাঁর খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর রচিত 'অঙ্গার', 'ফেরারি ফৌজ', 'কল্লোল', 'টিনের তলোয়ার' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'দিন বদলের পালা', 'ব্যারিকেড' প্রভৃতি পথনাটকের সাফল্য অবিস্মরণীয়। 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'সাদা পোশাক' প্রভৃতি যাত্রার পালাও তিনি রচনা করেছেন, সেগুলো পরিচালনা করেছেন।

উৎপল দত্ত রচিত নাটকের সংখ্যা ছোটো বড়ো মিলিয়ে শতাধিক। সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন সমস্যাা তাঁর নাটকের বিষয়। সহজে অনাড়ম্বর ভাবে, যে কোনো খোলা জায়গায় অভিনয় করা যেতে পারে এমন কতগুলো ছোটো ছোটো নাটক তিনি লিখেছেন যেগুলো পথ নাটক বলে পরিচিত। 'নীলকণ্ঠ' উৎপল দত্ত রচিত 'পথনাটক সংগ্রহ' গ্রন্থের অন্তর্গত।

নীলকণ্ঠ প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় ১৯৬১-র দেশ পত্রিকায়।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১) রথের রশি নাটক। (২) 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য।